সংবাদ

তারিখ 15 MAR 2012
পৃ: ১৬ কলাম ২

রাজধানীতে ৭টি প্রাইভেট ও ৩টি সরকারি স্কুলের ভর্তি বাণিজ্য তদন্তে দু'টি কমিটি

রাকিব উদ্দিন

এবার রাজধানীর বেপরোয়া প্রাইভেট ও বেসরকারি স্কুল এবং কলেজের লাগাম টানার উদ্যোগ নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রথম পর্যায়ে সাতটি প্রতিষ্ঠানের নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, ভর্তি বাণিজ্য এবং ভর্তি নীতিমালা অনুসরণ হচ্ছে কী না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজ, মিতালী বিদ্যাপীঠ, বংশাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, আনন্দময়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাইলস্টোন উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরা হাইস্কুল এবং নওয়াব হাবিবুল্লাহ বাহার স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এসব প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবির অনুমোদনহীন সহায়ক বই পাঠদান করা হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্টরা মাউশিতে অভিযোগ করেছেন। এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ অসাধু প্রকাশকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা উৎকোচ নিয়ে নিম্নমানের সহায়ক বই ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করাচ্ছে।

এছাড়া রাজধানীর তিনটি সরকারি স্কুলের বিভিন্ন অনিয়ম ও আইনবিরোধী কর্মকাণ্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলগুলো হলো- গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাইস্কুল।

মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, ক্যামব্রিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মাইলস্টোন উচ্চ বিদ্যালয় সরকারের কোন নিয়মকানুনেরই তোয়াক্কা করছে না। অভিযোগ আছে, ক্যামব্রিয়ান স্কুলে শিক্ষার্থীর ভর্তি নিচ্ছে প্রায় দেড় লাখ টাকা। মাইলস্টোন স্কুলেও সরকারের ভর্তি নীতিমালা অনুসৃত হচ্ছে না। তাই অবিলম্বে এসব প্রতিষ্ঠানের বেপরোয়া কার্যক্রমের লাগাম টানা প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

মহাপরিচালক আরও জানান, অভিযুক্ত স্কুল-কলেজগুলোর সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরির পর তা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হবে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে বলেন, অভিযুক্ত প্রাইভেট ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে পরিদর্শন প্রতিবেদন পাওয়ার পরই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে সব প্রাইভেট স্কুলের অনিয়ম ও দুর্নীতিই খতিয়ে দেখা হবে।

সাতটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও অনাচার খতিয়ে দেখতে গত ১২ মার্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) চার সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করেছে। কমিটির প্রধান হলেন মাউশি উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস। সদস্যরা হলেন মাউশির ঢাকা অঞ্চলের

ভর্তি : পৃষ্ঠা : ২ ক

ভর্তি : বাণিজ্য

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল, মাউশির সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক) গৌর চন্দ্র মণ্ডল এবং ঢাকা জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুস সামাদ।

মাউশি কর্তৃপক্ষ তিনটি সরকারি স্কুলের অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য গত ১২ মার্চ তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিদর্শন কমিটি গঠন করেছে। কমিটির প্রধান হলেন মাউশির উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস। সদস্যরা হলেন মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপ-পরিচালক একেএম মোস্তফা কামাল এবং সহকারী পরিচালক সাখায়েত হোসেন বিশ্বাস।

জানতে চাইলে পরিদর্শন কমিটির প্রধান ও মাউশির উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসব প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেয়া হবে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাউশিতে প্রাইভেট স্কুল এবং কলেজগুলোর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ আসছে মাইলস্টোন উচ্চ বিদ্যালয়, ক্যামব্রিয়ান স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে। দু'টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা সম্প্রতি মাউশি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একাধিক অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাউশি প্রাইভেট স্কুল ও কলেজের কার্যক্রম খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অভিযোগ আছে, অভিযুক্ত তিনটি সরকারি স্কুলে শ্রেণীভিত্তিক ভর্তি কার্যক্রম এবং শ্রেণীকক্ষে বিষয়ভিত্তিক পাঠদান সঠিকভাবে হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনাও অত্যন্ত খারাপ।

প্রসঙ্গত, গত ১৪ ডিসেম্বর প্রথম শ্রেণী থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সব স্কুল ও কলেজের জন্য ভর্তি নীতিমালা জারি করা হয়। এতে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় সর্বোচ্চ ভর্তি ফি পাঁচ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু প্রাইভেট এবং বেশকিছু এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান সরকারের এ নীতিমালা মানেনি। তারা ইচ্ছেমতো ভর্তি ফি আদায় করেছে।